শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে

বি·এন·রায় প্রোডাকসন্সের

মা ও মেয়ে

পরিচালনা • সুনীল ব্যানার্জী

অশোকা ফিল্মস পরিবেশিত

বি, এন, রায় প্রোডাকসন্সের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' অবলম্বনে

মা ও মেয়ে

পরিচালনা
সুনীল ব্যানার্জী

সঙ্গীত
সুশীল ব্যানার্জী

প্রযোজনা : বি, এন, রায়

চিত্রনাট্য ও গীতিকার : প্রণব রায়। আলোকচিত্র : বিজয় ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী। সম্পাদনা : রাসবিহারী সিংহ। প্রধান কর্ম্মসচিব : রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ম্মসচিব : সন্দীপ পাল, মহাদেব সেন। রূপসজ্জা : বসির আহমদ। ব্যবস্থাপনা : মদন দাস। সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। শব্দধারণ : বাণী দত্ত, নৃপেন পাল, দুর্গাদাস মিত্র, সুজিত সরকার, শ্রীনিবাস ভাইয়া। পুনঃশব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। প্রচার সচিব : ফণীন্দ্র পাল প্রচার শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি। রসায়নাগার : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, রবীন ব্যানার্জী, বীরেশ গুহ। পটশিল্পী : জগবন্ধু সাউ। আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, দিলীপ ব্যানার্জী, দুঃখী নস্কর, ব্রজেন দাস, বেনু বিশ্বাস, মঙ্গল সিং, রামধনি, সতীশ মুখার্জি, সুধীন অধিকারী, ধুপন সিং, খাঁদু, মারু, গোপাল, ডাবু গাঙ্গুলী, মিণ্টু দেব, অভিমন্যু দাস, অবনী নস্কর, সতীশ হালদার, কেষ্ট দাস। স্থির চিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী। পরিচয় লিখন : তরুণ কুমার রায়। সহকারীবৃন্দ। সহযোগী : সঙ্গীত পরিচালনা : শৈলেশ রায়। পরিচালনা : রাসবিহারী সিংহ, গৌর ভাদুড়ী। ব্যবস্থাপনা : সতীশ দাস, রাম স্বরূপ। আলোক চিত্র : পঙ্কজ দাস, পান্ত নাগ, কেষ্ট দাস, সেখ নুরু। রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম শর্মা, বটু গাঙ্গুলী। সাজ-সজ্জা : রেচুরাম শর্মা। শিল্পনির্দ্দেশ : শশাঙ্ক সান্যাল। শব্দধারণ : ইন্দু অধিকারী, অনিল নন্দন, পাঁচু মণ্ডল, নিতাই দাস। কণ্ঠ সঙ্গীতে : মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়। সমবেত সঙ্গীতে : সমরেশ রায়, অরুণ চৌধুরী, সুনীল মিত্র, শম্ভু মুখার্জি, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্ক মিত্র, অমর গঙ্গোপাধ্যায়। রূপায়ণে : মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, সন্ধ্যারাণী, ছায়া দেবী, গীতা দে, কাজল গুপ্ত, লীলাবতী (করালী), অজন্তা কর, আশা বোস, নিভাননী, মালা দাস, শৈলবালা, লিলি গাঙ্গুলী, শঙ্করী চক্রবর্ত্তি, কল্পনা মিত্র, ছবি ভাদুড়ী, ইন্দুলেখা, সুপ্রতি, সুপ্রিয়া, মাঃ নাগ, মাঃ কিরণ, ধীরাজ দাস, সুবল দাস, মিঃ হালদার, জয়দেব মুখার্জি, নিমাই, প্রভাত রায়, শ্রীপদ ভট্টাচার্য্য, দিলীপ চ্যাটার্জি, সতু মজুমদার, অমল রক্ষিত, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, সুধীর বোস, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, সুনীল চক্রবর্ত্তি, শঙ্কর ব্যানার্জি, শোভেন চ্যাটার্জি, বাবুল বোস, ডাঃ অসিত সাহা, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি মজুমদার, ভবানী মজুমদার, চিত্তরঞ্জন হালদার, অমর মল্লিক, শ্যাম লাহা, প্রশান্ত কুমার, মণি শ্রীমানী, বীরেন চ্যাটার্জি, প্রীতি মজুমদার, মিণ্টু, দাশগুপ্ত, গৌরশী, সমরকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বোস, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রজনী গুপ্তা।

সংগঠনে : শশাঙ্কশেখর মিত্র। রতন বন্দ্যোপাধ্যায়। হীরেন বোস। সোমনাথ রায়। জ্যোতি মুখার্জি। অনিল মোহন রায়। অসিত মজুমদার। শান্তি রায়। অশোক চক্রবর্ত্তী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীমতী অশোকা রায়। মণ্টু বসু (বসুশ্রী)। দাশরথি চৌধুরী। অবনীরঞ্জন দাস। প্রকাশচন্দ্র বোস। নীলমাধব মুখার্জি। সুবোধ মিত্র। কালো দাস। অমল মজুমদার (সাগরিকা)। সত্যনারায়ণ চ্যাটার্জি ও নীলামোহন সিংহ রায় (জুওলজিক্যাল গার্ডেনস)। তড়িৎ চন্দ্র মিত্র। অমূল্যরতন হালদার (অঞ্চল প্রধান, হটগঞ্জ)। নিমাই রায় চৌধুরী। শিবনাথ রায় চৌধুরী (ম্যাগনোলিয়া)।

পরিবেশনা : অশোকা ফিল্মস্।

মায়ের নাম করে অতুল চুড়িজোড়া জ্ঞানদাকে দিতে এল। জ্ঞানদার মা দুর্গামণি অতুলের কাছে তাঁদের দরিদ্র সংসারে এত বড় অনূঢ়া মেয়ে থাকার জ্বালা নিয়ে অনেক হাহুতাশ করতে লাগলেন। তারই এক ফাঁকে অতুল পান নেওয়ার অজুহাতে জ্ঞানদার হাতে চুড়ি জোড়া পরিয়ে আসতে ভোলেনি। এবং যাওয়ার আগে দুর্গামণিকে আশ্বস্ত করেছিল যে জ্ঞানদার জন্যে তাঁর এত ভাবনা চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন নেই।

ফর্সা রঙ বলতে যদি রূপ বোঝায় তাহলে জ্ঞানদাকে সুন্দরী বলা যায় না। অনিন্দ্য গঠন আয়ত চোখ শান্ত স্বভাবের কালো মেয়ে জ্ঞানদা। আর অতুল এ গ্রামের পেনসন প্রাপ্ত সদর আলার এল-এ, বি-এ পড়া ছেলে। অনেক টাকা কড়ি বিষয় সম্পত্তি রেখে তার বাবা বছর চারেক ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

জ্ঞানদার পিতা প্রিয়নাথে মাত্র ত্রিশ টাকা মাইনের চাকুরে। বড়ভাই মৃত গোলোক নাথের বিধবা স্ত্রী স্বর্ণমঞ্জরী ছোট ভাই অনাথনাথেয় সংসারে হাতে কিছু নগদ পুঁজি নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুখরা এই বড় ভ্রাতৃবধূ স্বর্ণমঞ্জরীর জন্যে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করে প্রিয়নাথ পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। ছোট ভাই দেড়শ' টাকা মাইনের চাকরী করে। প্রিয়নাথ জানতেন না যে হঠাৎ সাতদিনের জ্বরে তাঁকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। মৃত্যুকালে জ্ঞানদার চিন্তাই তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল।

অতুলের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে এই সময়ে জ্ঞানদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার অদৃষ্টে শেষ অবধি যাই থাক বাবার মরণকালে তুমি নিজের মুখে তাঁকে একটা সান্ত্বনা দিয়ে যাও।

অতুল প্রিয়নাথের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বেবসে বলেছিল, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আজ থেকে জ্ঞানদার ভার আমি নিলুম।

মৃত্যুযাত্রী প্রিয়নাথ একবার অক্ষম হাত তুলে অতুলকে আশীর্ব্বাদ করবার চেষ্টা করে, পাশ ফিরে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

ছোট ভাই অনাথনাথকে বাধ্য হয়েই দুর্গামনি ও জ্ঞানদার খবরাখবর নিতে হল। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার দিন পনেরো পরে অনাথ একদিন জানাল, এঁদের একবেলা একমুঠো খেতে দিতে সে কাতর নয় কিন্তু অতবড় মেয়ের বিয়ের ভার বইবার সামর্থ তার নেই। তার চেয়ে মেয়েকে নিয়ে দুর্গামণি হরিপালে তাঁর দাদার বাড়ীতে গিয়ে উঠুন। হরিপালে দুর্গামণির দাদার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সুতরাং দাদার গলগ্রহ হয়ে থাকবার ইচ্ছা দুর্গামণির ছিল না। কিন্তু উপায়ও ছিল না না গিয়ে। স্বর্ণমঞ্জরীর বাক্যবাণ অতি নির্ম্মম।

এ সময় অতুলও গ্রামে নেই। সেদিন অতুলের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিল, কিজানি মা তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে। হরিপালে রওনা হওয়ায় দিন অতুল এসে দেখা দিল।

হরিপালে তখন ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপ। সেখানে যাওয়া আর গঙ্গাযাত্রা করা প্রায় একই কথা। অতুলের মন্তব্যে স্বর্ণমঞ্জরী অনেক কথার বিষ ছড়ালেন। যার আশায় মার প্রতীক্ষায় দুর্গামণি ও জ্ঞানদা মনে মনে স্বপ্ন দেখছিল সেই অতুলের একটি কথায় তাঁরা হরিপাল যাওয়ার আগে আরও বেশী আশ্বাস পেলেন।

হরিপালে দুর্গামণির দাদা শম্ভুর অবস্থা ভাল না হলেও এগারো বছর পরে বোনকে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। কিন্তু এতবড় মেয়ে দেখে সে-ও চমকে উঠল। শম্ভুর দ্বিতীয় পক্ষে

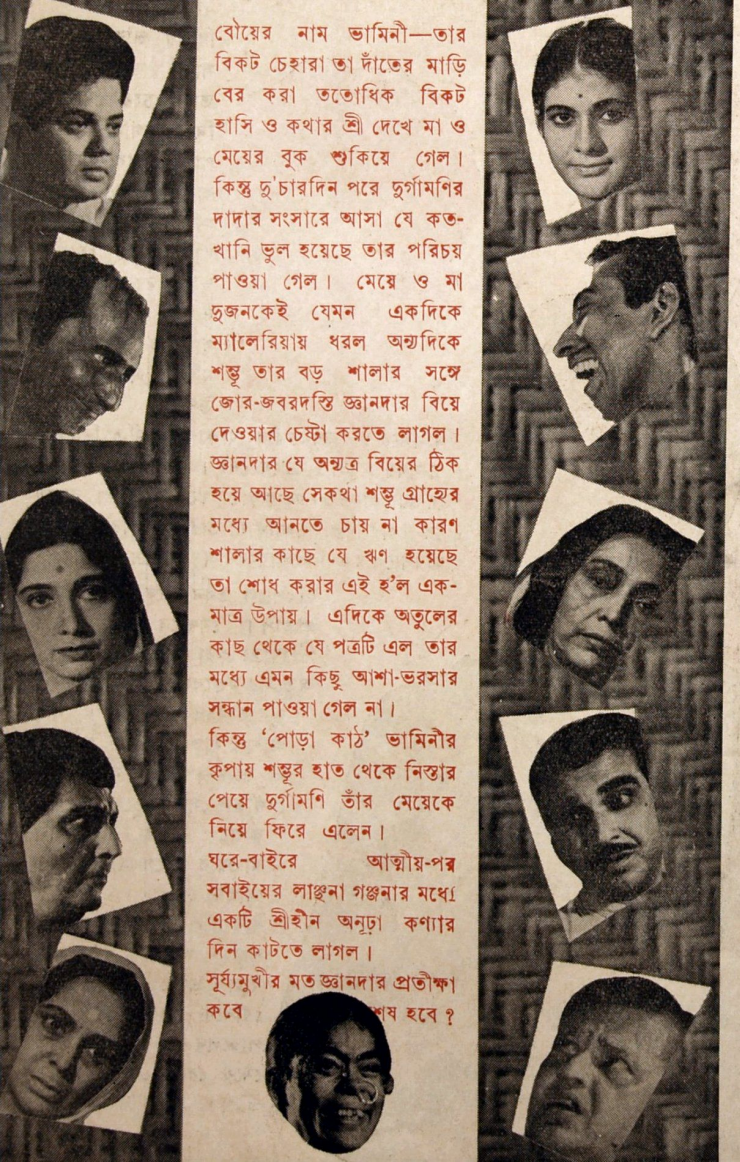

বৌয়ের নাম ভামিনী—তার বিকট চেহারা তা দাঁতের মাড়ি বের করা ততোধিক বিকট হাসি ও কথার শ্রী দেখে মা ও মেয়ের বুক শুকিয়ে গেল। কিন্তু দু'চারদিন পরে দুর্গামণির দাদার সংসারে আসা যে কত-খানি ভুল হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া গেল। মেয়ে ও মা দুজনকেই যেমন একদিকে ম্যালেরিয়ায় ধরল অন্যদিকে শম্ভু তার বড় শালার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি জ্ঞানদার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। জ্ঞানদার যে অন্যত্র বিয়ের ঠিক হয়ে আছে সেকথা শম্ভু গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চায় না কারণ শালার কাছে যে ঋণ হয়েছে তা শোধ করার এই হ'ল এক-মাত্র উপায়। এদিকে অতুলের কাছ থেকে যে পত্রটি এল তার মধ্যে এমন কিছু আশা-ভরসার সন্ধান পাওয়া গেল না।

কিন্তু 'পোড়া কাঠ' ভামিনীর কৃপায় শম্ভুর হাত থেকে নিস্তার পেয়ে দুর্গামণি তাঁর মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন।

ঘরে-বাইরে আত্মীয়-পর সবাইয়ের লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যে একটি শ্রীহীন অনূঢ়া কণ্যার দিন কাটতে লাগল।

সূর্য্যমুখীর মত জ্ঞানদার প্রতীক্ষা কবে শেষ হবে?

গান

১

হোলীর গান

সুন্দর নটবর খেলত হোরি।
নওল বসন্ত আওল কুঞ্জে,
মাতল ব্রজ কিশোরী।
গুঞ্জে ভ্রমরাকুল, বাজে বাঁশরী॥
যাত যাত চিকন কালা শ্রীরাধার কুঞ্জ গলি,
সে আছে তোমার আশায় দুজনে খেলবে হোলি।
অনুরাগ আবীর দিয়ে
দেবে রাই মন বাড়িয়ে
ভরেছে পিচকারি যে বিশাখা চন্দ্রাবলী॥
কালা তোর ওই কালামুখ দেখাস নে আর হায়
কেন সরল প্রাণে পেল হেনে তুই
কাঁদিয়ে গেলি শ্রীরাধার?
বড় মন্দ স্বভাব তোর
রাধাকে কথা দিয়ে রাখলি না তুই
মিলাস মনোচোর।
ও তোর মনের কালি লাগল মুখে
আবিরে কি ঢাকা যায়।

২

মাধুরীর গান

অলিও চেনে না, ফুল ও চেনে না,
তবু দেখা হয় দু'জনে
আসে ফাল্গুন যখন ভুবনে।
অলি বলে ওগো কে তুমি
বকুল হাসিয়া নীরবে ওঠে যে কুসুমি
যত মধু তার দেয় উপহার
যা আছে প্রাণের গোপনে।
কে তুমি শুধায় রাতি যে
চাঁদ বলে, আমি চির জনমের সাথী যে,
দুজনার পানে দোঁহে চেয়ে রয়
পরিচয় লেখা নয়নে॥

৩

অতুলের গান

ও কোকিল কালো কন্যা
তোমার ভ্রমর কালো আঁখি
আমার নয়ন পটে ওই রূপেরই
ছবি এঁকে রাখি॥
(আহা) শাওন রাতের সখি তুমি
রূপ ধরে কি এলে
আমার হৃদয় ময়ূর পাখা দিল মেলে,
আর বিভোর হয়ে রয় চেয়ে
মোর চোখের চাতক পাখী
তোমার কালো রূপের ঝিল
মরি করে যে, ঝিলমিল,
তুমি যেন অধেক ফোটা পদ্মকলি নীল।
(আহা) মন যে আমার কথা বলে
তোমার মনের সাথে,
শুধু একটু খানি হাসির ইসারাতে
আর সবার চেয়ে মিষ্টি যে নাম
সেই নামে যে ডাকি॥

৪

নিঠুর বিধিরে—
এ তোমার কেমন বিচার বলো না!
তুমি আশা দিয়ে নৈরাশ করো,
আশার নাম কি ছলনা?
কত জল ঢালিলাম আশা তরুর গোড়ায়,
আমার পোড়া কপাল কেন তারে পোড়ায়
আমি সাধের বাগান সাজাইলাম রে,
বাগানে ফুল ফোটানো হল না।
আমার ভাঙ্গা নৌকা ভেবেছিলাম ঠেকবে এসে কূলে,
মোর কপালে লিখতে বিধি তাও কি গেছে ভুলে?
যারে আপন ভাবি, সেই ত দিল ফাঁকি,
হায়রে ভালোবাসা শিকলী কাটা পাখী—
কত নদী শুকায়, সাগর শুকায় রে,
আমার চোখের জল শুকালো না॥

উত্তম-তনুজা

অভিনীত

বি·এম·রায় প্রোডাকসন্সের

আগামী ছবি

যমুনা কাঁটার

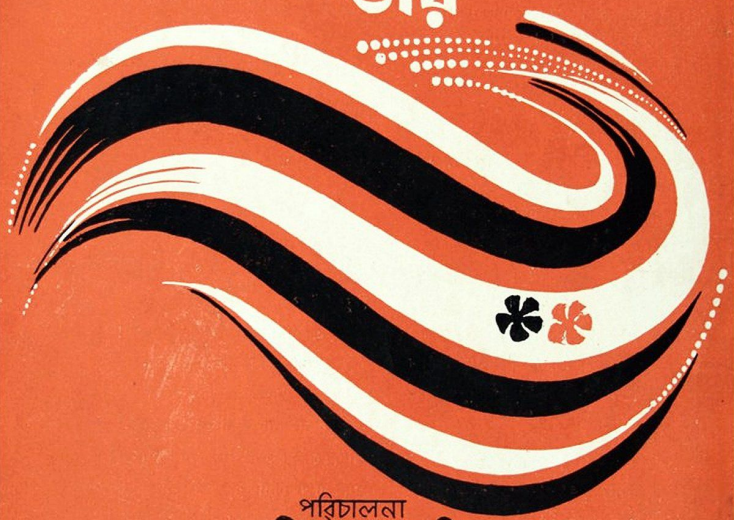

পরিচালনা

সুনীল ব্যানার্জী

সঙ্গীত

অনিল বাগচী

কাহিনী

মহাশ্বেতা দেবী

মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩